জঙ্গিনামা-২
জঙ্গি মনস্তত্ত্বের
মূল উৎস
(প্রথম খণ্ডের তাফসীর)
নরসুন্দর মানুষ
নির্মিত
ধর্মকারী
dhormockery
নিবেদিত

জঙ্গিনামা-২

(প্রথম খণ্ডের তাফসীর)

সম্পাদনা

নরসুন্দর মানুষ

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

জঙ্গিনামা-২

সম্পাদনা:
নরসুন্দর মানুষ

প্রথম সংস্করণ:
অক্টোবর ২০১৬

প্রকাশক
ধর্মকারী
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল:
dhormockery@gmail.com
ওয়েব:
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net

প্রচ্ছদ
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মূল্য:
ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

ভাবনা

গন্তব্য ঠিক করে মানুষের মনস্তত্ত্ব

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পৃষ্ঠা নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

ভূমিকা

প্রায়শই একটি চিন্তা মাথায় আসে আমাদের: জঙ্গি মনস্তত্ত্বের মূল উৎস কোথায়? রাজনীতি, তেলসম্পদ, ক্ষমতা; নাকি ধর্মেই? ইসলাম কি শান্তির ধর্ম? ইসলাম কি যুদ্ধের ধর্ম? ঘুরপাক খান অনেকেই! সত্যিই কি গোড়ায় গলদ না থাকলে; শুধুমাত্র রাজনীতি, তেলসম্পদ আর ক্ষমতার মারপ্যাঁচ দিয়ে একজন যুবককে জঙ্গি তৈরি করা সম্ভব?

আমরা যারা নাস্তিকতার চর্চা করি, তাদের বক্তব্য মানতে চান না কোনো মডারেট মুসলিম; কিন্তু একই বক্তব্য যদি একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ দেন; এমন একজন, যিনি ধর্ম শিক্ষায় **শায়খুল হাদীস, মুফতী** টাইটেল অর্জন করেছেন; তখন তথাকথিত মডারেট মুসলিমদের ভাষ্য কী হতে পারে? একজন মানবতাবাদী মানুষ ***(সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী);*** কীভাবে নিতে পারেন ধর্মের অমানবিক বিষয়গুলোকে; তা দেখার ইচ্ছাতেই এই ইবুক সিরিজ'টির জন্ম।

মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী'র ২০১৩ সালের মার্চে প্রকাশিত **'উন্মুক্ত তরবারী'** **বইয়ের নির্বাচিত দু'টি অধ্যায় হচ্ছে এই ইবুক-টি।** আমরা নির্বাচিত অংশের কিছুই পরিবর্তন করিনি; ঠিক যেভাবে তিনি শুরু এবং শেষ করেছেন, আমরাও ঠিক তেমনটাই রেখেছি; কেবল বিশেষ অংশগুলো **হাইলাইট** করে দিয়েছি।

শায়খুল হাদীস মুফতী মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী;

পরিচালক: মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ। **খতীব:** মারকাজ জামে মসজিদ, মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। **সাবেক মুহাদ্দিস:** জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা। **সাবেক শায়খুল হাদীস:** জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

তিনি ১৫ টির বেশী ইসলামী বইয়ের রচয়িতা।

আমরা এই ইবুকটিকে প্রথম খণ্ডের তাফসীর (ব্যাখ্যা) হিসাবে বিবেচনা করছি।

এই ইবুক সিরিজ'টি আপনাকে সন্ধান দিতে পারে ১৪০০ বছরের পুরাতন একটি মরুধর্ম থেকে মুক্তি পাবার রাস্তার; অথবা হাতে তুলে দিতে পারে ধর্মের নামে জঙ্গি হবার যথেষ্ট রসদ!

আপনি কোন পথে হাটবেন, সে মনস্তত্ত্ব আপনার!

নরসুন্দর মানুষ
অক্টোবর ২০১৬

জঙ্গিনামা-২

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী শরীয়তের একমাত্র বিধান

তারা কাফের ও মুরতাদ

যারা রাসুল (সা.) কে নিয়ে উপহাস বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা কাফের হয়ে যায়। যদিও তারা সালাত, সাওম ইত্যাদি আদায় করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তেরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বল, 'তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কাফের হয়ে গেছো। (সুরা তাওবা, ৯: ৬৪-৬৬)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের ঈমানের পরে কাফের হয়ে গেছো

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় কোন এক মজলিশে এক ব্যক্তি (মুনাফিক) বললো, আমাদের এই আলেমদের মতো অন্য কাউকে এতটা পেটপূজারী (লোভী), এতটা মিথ্যাবাদী এবং শত্রুর মোকাবেলায় এতটা কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। তখন ঐ মজলিশের একজন ব্যক্তি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি একটা মুনাফেক। আমি অবশ্যই, তোমার এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জানাব। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানলেন এবং এদের ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটিও নাজিল হয়ে গেল। হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমি দেখেছি ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উটের রশি ধরে ঝুলছে আর বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরাতো এইগুলো শুধুমাত্র কৌতুক ও খেলাচ্ছলে বলেছিলাম (অন্তর থেকে বলিনি)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ, আল্লাহর আয়াত এবং আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে উপহাস করছো? (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম, আইসারুত তাফাসীর উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য) এ হাদীসেও দেখা গেল, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটুক্তি করেছিল তারা কোনো ইয়াহুদি

বা খ্রিষ্টান ছিল না বরং নামধারী মুনাফেক মুসলমান ছিল। যারা শুধু নামাজ, রোজা ইত্যাদি করতো না বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের নিয়ে কটাক্ষ করার কারণে আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিল করে তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করলেন।

তাদের হত্যা করতে হবে

ওপরের আয়াত ও হাদীস থেকে জানা গেল যে, যারা আল্লাহকে নিয়ে অথবা আল্লাহর আয়াত ও রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করে, তারা আর মুসলিম থাকে না, বরং তারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

আর ইসলাম ত্যাগ করে যারা কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলামকে) পরিবর্তন করলো, তাকে তোমরা হত্যা কর।
(বুখারী ৩০১৭; ৬৯২২; তিরমিজি ১৪৫৮; আবু দাউদ ৪৩৫৩; নাসায়ী ৪০৭০)

**এই হাদীসে পরিষ্কারভাবে মুরতাদদের হত্যা করতে বলা হয়েছে।
শুধু তাই না, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগেই এই নির্দেশ বাস্তবায়নও করা হয়েছে।**

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

ইবনে খাতাল

ইবনে খাতাল নামক জনৈক ব্যক্তি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সে মুরতাদ হয়ে আবার মক্কায় ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি করে।

যার পুরো আলোচনা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

'আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল তার নিজস্ব দুটি গায়িকা নারীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে কুৎসা মূলক গান গাওয়াতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন অন্যান্য কাফেরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে কটাক্ষকারী ইবনে খাতাল ও তার মতো আরো কয়েকজন যারা একই অপরাধে অপরাধী যেমন তার ঐ দুই দাসী, আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, মাকিস ইবনে সুবাবা আল লাইসি গংদের ক্ষমা করা হয়নি। তাদের জন্য কোনো নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। বরং তাদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছে। শুধু মাত্র একটি বাঁদী ব্যতীত যে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুক্তি পায়। (আল মাতালিবুল আলিয়া ৪২৯৯, ইত্তিহাফুল খিয়ারাহ ২/৪৬১৩, বুগইয়াতুল বাহিস ৬৯৮)

ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে ছিলো।
রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বিষয়টি বলা হলো যে,
ইবনে খাতাল বাঁচার জন্য কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে
তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে ঐ অবস্থায় হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করে মাত্র মাথায় যে হেলমেট পরা ছিল তা খুললেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল (বাঁচার জন্য) কাবার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, (ঐ অবস্থায়ই) তাকে হত্যা করো।

সূত্র:

বুখারী ১৮৪৬;
মুসলিম ৩৩৭৪;
তিরমিজি ১৬৯৩;
আবু দাউদ ২৬৮৭;
নাসায়ী ২৮৬৭

আবু রাফে

ইউসুফ ইবনে মূসা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবদুল্লাহ ইবনে আতীককে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কতিপয় সাহাবীকে ইয়াহূদী আবু রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।

আবু রাফে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কষ্ট দিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে লোকদেরকে সাহায্য করত। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিল। (সে সেখানে বসবাস করত) তারা যখন তার দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে এবং লোকজন নিজেদের পশু পাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছে (নিজ নিজ বাড়ীর দিকে)। আবদুল্লাহ (ইবনে আতীক) তার সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের স্থানে বসে থাক। আমি চললাম ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দ্বার রক্ষীর সাথে আমি (কিছু) কৌশল প্রদর্শন করব। এরপর তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজার কাছে পৌঁছলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে রত আছেন। তখন সবাই ভিতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে ডেকে বলল, হে আবদুল্লাহ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ কর। আমি এখনই দরজা বন্ধ করে দেব। আমি তখন ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে রইলাম। সকলে ভিতরে প্রবেশ করার পর সে দরজা বন্ধ করে দিল এবং একটি পেরেকের সাথে চাবিটা লটকিয়ে রাখল। (আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন) এরপর আমি চাবিটার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং চাবিটা নিয়ে দরজাটি খুললাম। আবু রাফির নিকট রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো, এ সময় সে তার উপর তলার কামরায় অবস্থান করছিল। গল্পের আসরে আগত লোকজন চলে গেলে, আমি সিঁড়ি বেয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরজা খুলছিলাম এবং ভিতরে থেকে তা আবার বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাতে লোকজন আমার (আগমন) সম্বন্ধে জানতে পারলেও হত্যা না করা পর্যন্ত আমার নিকট পৌঁছতে না পারে। আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। এ সময় সে একটি অন্ধকার কক্ষে ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়েছিল। কক্ষের কোন অংশে সে শুয়ে আছে আমি তা বুঝতে পারছিলাম না। তাই আবু রাফি বলে ডাক দিলাম। সে বলল, কে আমাকে ডাকছ? আমি তখন আওয়াজটি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম এ আঘাতে আমি তাকে কোন কিছুই করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলে আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে আসলাম। এরপর পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে (কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করত: তার আপন লোকের ন্যায়) জিজ্ঞাসা করলাম, আবু রাফে এ আওয়াজ হল কিসের ? সে বলল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক। কিছুক্ষণ পূর্বে ঘরের ভিতর কে যেন আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি আবার তাকে ভীষণ আঘাত করলাম এবং মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত করে ফেললাম। কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারিনি।

এরপর তিনি বলেন–

অতঃপর আমি তরবারীর ধারাল অংশটি তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এবার আমি নিশ্চিত রূপে অনুভব করলাম যে, এখন আমি তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। এরপর আমি এক এক করে দরজা খুলে নিচে নামতে শুরু করলাম নামতে নামতে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমার রাত্র ছিল। (চাঁদের আলোতে তাড়াহুড়ার মধ্যে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে) আমি মনে করলাম, (সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করে) আমি মাটির নিকটে এসে পড়েছি। (কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিল) তাই নিচে পা রাখতেই পড়ে গেলাম। অমনিই আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। (তাড়াহুড়া করে) আমি আমার মাথার পাগড়ি দ্বারা পা খানা বেঁধে নিলাম এবং একটু হেটে গিয়ে দরজা সোজা বসে রইলাম মনে সিদ্ধান্ত করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত অবগত না হয়ে আজ রাতে আমি এখান থেকে যাব না। ভোর রাতে মোরগের ডাক আরম্ভ হলে মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা করল, হিজায অধিবাসীদের অন্যতম ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ কর। তখন আমি আমার সাথীদের নিকট গিয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা টি লম্বা করে দাও। আমি আমার পা টি লম্বা করে দিলে তিনি উহার উপর স্বীয় হাত বুলিয়ে দিলেন। (এতে আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেল) যেন তাতে কোন আঘাতই পায়নি।

<u>**সূত্র:**</u>

বুখারী ৪০৩৯;
সুনানে বায়হাকী ১৮৫৬৫,
জামেউল উসুল ফী আহাদিসির রসুল ৬০৬০,
দালায়েলে নবুয়্যাহ ১২৫

কাব ইবনে আশরাফ

রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কুৎসা রটনা করার জন্য যাদের হত্যা করা হয়, তাদের মধ্যে আরেক জন হলো কাব ইবনে আশরাফ।

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত,

(একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন–
কাব ইবনে আশরাফের জন্য কে আছো? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) দাঁড়ালেন, এবং বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, তাহলে আমাকে কিছু (কৃত্রিম) কথা বলার অনুমতি দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. কাব ইবনে আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদাকা চায়। এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলে। তাই (বাধ্য হয়ে) আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কাব ইবনে আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত করবে এবং আরো অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমরা তো তাকে অনুসরণ করছি। পরিণাম ফল কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল মনে করছিনা। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। কাব ইবনে আশরাফ বলল, ধার তো পেয়ে যাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি কি জিনিস বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আপনি আরবের অন্যতম সুশ্রী ব্যক্তি, আপনার নিকট কি করে, আমাদের স্ত্রীরদেরকে বন্ধক রাখব আমরা? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের পুত্র সন্তানদের বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? (কেননা তা যদি করি তাহলে) তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান বলেন, লামা শব্দের অর্থ হল অস্ত্রশস্ত্র। অবশেষে তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) তাকে পনুরায় আসার ওয়াদা করে চলে আসলেন। এরপর তিনি কাব ইবনে আশরাফের দুধ ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কাব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে (উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হল। এ সময় তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এইতো মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে (তাদের কাছে যাচ্ছি)। কাবের স্ত্রী বললো, আমি তো এমনই একটি ডাক শুনতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোটা ঝড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কাব ইবনে আশরাফ বলল, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ ভাই আবু নায়েলা, (অপরিচিত কোনো লোক তো নয়) ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিৎ। (রাবী বলেন)

মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে (তথায়) গেলেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমর কি তাদের দুজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। আমর বর্ণনা করেন যে, তিনি আরো দু'জন মানুষ সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এবং তিনি বলেছিলেন যখন সে (কাব ইবনে আশরাফ) আসবে। তখন আমি (কোন বাহানায়) তার মাথার চুল ধরে শুকতে থাকবো। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা আঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকের শুকাব। কাব চাদর নিয়ে নিচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। কাব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। আমর বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রা. বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুকতে অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, এরপর তিনি তার মাথা শুকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুকালেন। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে (আরেকবার শুকবার জন্য) অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, এবারে তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে এ সংবাদ জানালেন।

<u>সূত্র:</u>
বুখারী ৪০৩৮
মুসলিম ৪৭৬৫

জনৈক অন্ধ সাহাবী কর্তৃক নিজ দাসীকে হত্যা

রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ ও বিদ্রুপ করার কারণে একজন সাহাবী তার নিজ দাসীকেও হত্যা করেছে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) জেনে খুশি হয়েছেন ও উক্ত মহিলার রক্তকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীস থেকে জেনে নিন।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধ ব্যক্তির একটি উম্মে ওয়ালাদ (যে দাসীর গর্ভে মালিকের সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) দাসী ছিল। ঐ দাসী রাসুলুল্লাহ (সা.) কে অযথা কটুক্তি করতো। অন্ধ ব্যক্তি তাকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন ও নিবৃত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দাসী কিছুতেই বিরত হতো না। এক রাতে দাসী রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটুক্তি ও গালী-গালাজ করতে লাগলো। তখন লোকটি একটি কোদাল দিয়ে তার পেটে আঘাত করলো এবং তাকে হত্যা করলো। এ অবস্থায় তার একটি সন্তান তার দুপায়ের মাঝখানে পরে গেল এবং রক্তে ভিজে গেল। সকাল বেলা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে বিষয়টি জানানো হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকদের জড়ো করলেন এবং ঘোষণা দিলেন, আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করেছে সে যেন অবশ্যই দাঁড়ায়। তার প্রতি আমারও একটি হক রয়েছে। তখন অন্ধ লোকটি কাঁপতে কাঁপতে মানুষের কাঁতার ভেদ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গিয়ে বসে পড়লোা। অতঃপর লোকটি বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ! ঐ ঘটনার ব্যক্তিটি আমি। আমার দাসীটি আপনাকে গালী-গালাজ করতো এবং অযথা তর্কে লিপ্ত হতো। আমি তাকে বারণ করলেও সে বারণ হতো না। তার থেকে আমার মুক্তোর মতো দুটি ছেলে রয়েছে। তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সুসম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গতরাতে সে যখন আপনাকে গালমন্দ করতে লাগলো আমি তখন তাকে একটি কুঠার নিয়ে তার পেটে আঘাত করি এবং তাকে হত্যা করি। রাসুলুল্লাহ (সা.) উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা সাক্ষি থাক! তার রক্ত মূল্যহীন ঘোষণা করা হলো (তাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারী অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে না)।'

সূত্রঃ

আবু দাউদ ৪৩৬৩,
ত্ববারানী ১১৯৮৪,
বুলুগুল মারাম ১২০৪,
দারাকুতনী ৮৯

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটূক্তি করে, তাদের রক্তের কোনো মূল্য নেই। তাদের যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে, সেখানে সে অবস্থায় হত্যা করলে ইসলামের বিধান অনুযায়ী কোনো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না।

আবু আফাক নামের জনৈক ইয়াহুদির হত্যা

বনি আমর ইবনে আওফ গোত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি যার নাম ছিল আবু আফ্‌ক, তার বয়স ছিল ১২০ বছর। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় গেলেন, তখন সে ইসলাম গ্রহণ করেনি বরং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য লোকদের উসকানী দিতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন, তখন তার হিংসা-বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো।

সালেম ইবনে উমায়ের নামক সাহাবী বলেন–

আমি তখন প্রতিজ্ঞা করলাম, হয়তো আমি তাকে হত্যা করবো নয়তো আমি নিজে তাকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হবো। এরপর সুযোগের অপেক্ষায় থাকলেন, কোন এক গরমের মৌসূমে চাঁদনী রাতে লোকটি বারান্দায় খোলামেলা জায়গায় ঘুমালো। তখন সালেম ইবনে উমায়ের তরবারী দিয়ে তার উপর আক্রমণ করলেন এবং তার কলিজা পর্যন্ত কেটে ফেললেন। লোকটি গড়াগড়ি করতে লাগলো এবং চিৎকার করতে লাগলো। লোকেরা তাকে ঘরে নিয়ে গেল এবং তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ায় তাকে কবরস্থ করলো। লোকেরা বলতে লাগলো, তাকে কে হত্যা করেছে জানতে পারলে আমরা তাকেও হত্যা করতাম (কিন্তু তাদের সে আশা অপূর্ণই রয়ে গেল)।'

সূত্র:

আস সারেমুল মাসলূল ১/১১০;
তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ ২/৩৮;
আস সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ২/৪৪৫,
কিতাবুল মাগাযী লি ওয়াকিদী ১/১৭৫

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অবমাননাকারী কবিদের হত্যা করার নির্দেশ

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের পরে কতিপয় কবিদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গাল-মন্দ ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কবিতা আবৃত্তি করতো। তাদের বেশিরভাগ লোককে হত্যা করা হয়। কিছু লোক পালিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাদের যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করা হবে।

এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মক্কার কবিদের মধ্য থেকে যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কষ্ট দিতো বা তার সমালোচনা করতো, তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- ইবনে যিবা'রী গংদের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

তার অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

তার অপরাধ ছিলো, শুধুমাত্র এটাই যে, সে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে চরমভাবে শত্রুতা পোষণ করতো। সে ছিলো একজন বড় মাপের কবি। সে রাসূল (সা.) এর সমালোচনার সাথে সাথে মুসলিম কবি- হাস্সান বিন সাবেত, কাব ইবনে মালেকদের বিরুদ্ধেও সমালোচনা মূলক কবিতা আবৃত্তি করতো। এ কারণেই তাকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। নতুবা অন্যান্য অপরাধে তার মতো আরো অনেকেই ছিলো কিন্তু তাদের ব্যাপারে হত্যার নির্দেশ জারী করা হয়নি।

সূত্র:

আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪২;
তাবকাতে ইবনে সাআদ ১/২৫৯

পরবর্তীতে ইবনে যিবা'রী ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা.) এর কাছে আগমন করা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা হয়নি।

যেমন বলা হয়েছে–

অতঃপর ইবনে যিবা'রী নাজরান এলাকায় পালিয়ে গেল। এরপর ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আগমন করে এবং নিজের তাওবা ও ওজর পেশ করে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পাঠ করে তা সত্ত্বেও তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অথচ সেদিন মক্কার সকল অপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। কেবলমাত্র সে এবং তার মতো যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সমালোচনার অপরাধে অপরাধী ছিল তারা ব্যতিত।

সূত্র:

আস সারেমূল মাসলূল ১/১৪৩১

আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহকে হত্যার সুযোগ দেওয়া

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কার কাফের-মুশরিকদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। যদিও তারা বেলাল (রা.) কে উত্তপ্ত বালুর ওপরে চিৎ করে শুইয়ে রেখে ওপরে পাথর চাপা দিয়ে চরম নির্যাতন করেছে। আম্মার ইবনে ইয়াসির ও তার পরিবারকে কঠিন শাস্তি দিয়েছে। সুমাইয়া (রা.) কে বর্শা দিয়ে লজ্জাস্থানে আঘাত করে হত্যা করেছে। এমনকি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে ফেলেছিলো। সেইসব চরম শত্রুদের ক্ষমা করলেও যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছে, তাদের ক্ষমা করা হয়নি। এরকমই এক ব্যক্তির নাম হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ।

যার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

রাসুলুল্লাহ (সা.) চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ব্যতিত সকলকে নিরাপত্তা দান করেন (এরা মূলত রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করেছিলো)। তাদের মধ্যে একজন হলো আবদুল্লাহ ইবনে আবু সারাহ। সে ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) এর নিকট আত্মগোপন করে। ওসমান (রা.) তাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সামনে হাজির করালেন আর বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর থেকে (ইসলামের) বায়আত নিন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মাথা উঠালেন এবং তার প্রতি তিন বার তাকালেন। তিনবারই তার বাইয়াত নেওয়াকে অবজ্ঞা করছিলেন। তারপর বাইয়াত নিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলনা, যে এই ব্যক্তিকে হত্যা করতে উদ্যত হবে? যখন আমাকে দেখলো যে, আমি তার বাইয়াত নেওয়া থেকে আমার হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। লোকেরা বললো, আমরাতো বুঝতে পারিনি যে আপনার মনে কি রয়েছে। আপনি একটু চোখ দিয়ে ইশারা করলেই তো হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, কোন নবীর জন্য চোখের খেয়ানত করা উচিত না।'

সূত্র:

আবু দাউদ ২৬৮৫

হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাক্বিস ইবনে সুবাবাহ হত্যা

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সত্ত্বেও কতিপয় পুরুষ ও নারীদের হত্যার নির্দেশ জারি করেছিলেন।

এমনকি তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন:

যদি তাদের কাবার গিলাফের নিচেও পাও তবে সেখানেই তাদের হত্যা করবে। তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন। তারা হলো: আবদুল্লাহ ইবনে সাআদ ইবনে আবী সারাহ, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়য, মাক্বিস ইবনে সুবাবাহ ও বনু তামীম ইবনে গালেব গোত্রের একজন। এদের মধ্যে হুওয়াইরিস ইবনে নুকায়যকে আলী (রা.) হত্যা করেন।

সুত্র:

আস সারেমুল মাসলূল ১/১৪৭

রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা কিংবা গালি-গালাজ করা অথবা কটূক্তি করার

শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড

সে ব্যপারে কোনো আলেমদের দ্বিমত নেই।

সকল মাযহাব ও সকল ফিরকার আলেমগণের মধ্যে
বিভিন্ন ফিক্‌হী মাসয়ালা-মাসায়েলে দ্বিমত থাকলেও

এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই।

(এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতের ওলামা ও ফুকাহাদের মতামত পেশ করা হলো।)

আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে কটূক্তিকারীর ব্যাপারে বিভিন্ন বিভিন্ন মাযহাবের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব
'আল বাহরুর রায়েক শরহু কানজুদ দাকায়েক' কিতাবে বলা হয়েছে–

'যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে অবশ্যই মুরতাদ।
ইসলামী শরিয়তে মুরতাদের যে বিধান তার ব্যাপারে সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে। মুরতাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয় তার ব্যাপারে সেই আচরণই করা হবে।'

রাসূল (সা.) কে গালী-গালাজকারী মুরতাদ।
ইমাম আবু হানীফা (র.) থেকে যারা এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন– তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, কাজী ইয়াজ। তিনি তার 'আল শেফা' নামক কিতাবে বলেন, আবু বকর ইবনুল মুনযির বলেছেন, অধিকাংশ আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যে বা যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে তাকে বা তাদেরকে হত্যা করা হবে। এ মত যারা পোষণ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, মালেক ইবনে আনাস, লাইস, আহমদ, ইসহাক এবং এটাই ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব।'

'কাজী আবুল ফজল বলেন,
এটাই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর বক্তব্যের মর্মকথা।
তিনি বলেছেন, এ ধরণের লোকদের তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। একই ধরণের মন্তব্য করেছেন ইমাম আবু হানীফা (র.) এবং তার মতের অনুসারীরা ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে হেয় প্রতিপন্ন করলো অথবা গালী-গালাজ করলো অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলো।
সূত্র:
আল বাহরুর রায়েক ১৩/৪৯৬;
(অধ্যায়: মুরতাদদের বিধি বিধান)

হানাফী মাযহাবের আরেকটি প্রসিদ্ধ কিতাব
'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে বলা হয়েছে–

‘যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করবে তাদের হত্যা করার ব্যাপারে সমস্ত ওলামায়ে কিরাম একমত।

ইমাম মালেক, লাইস, আহমদ, ইসহাক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা (র.) ও তার সাথীবর্গ এবং ইমাম আওযায়ী সকলেই একমত পোষণ করেন..।’

(ফাতওয়ায়ে শামী ৪/৪১৭)

কাজী ইয়াজের বক্তব্য

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধি আলেম কাজী ইয়াজ (রহ.) বলেন–

‘উম্মতের ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেওয়া বা তাকে অসম্মান করার শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা। এ ব্যাপারে সকলের ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী দিবে বা তার অসম্মান করবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।’

সূত্র:

আস সারিমুল মাসলূল ১/৯

শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্য

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন–

'যে ব্যক্তি সরাসরী রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে, তাকে হত্যা করা ওয়াজীব এবং এ ব্যাপারে সকলেই একমত।'

সূত্র:

কিতাবুল ইজমা ইমাম ইবনে মুনযির ১/৩৫

শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল ফারসী বলেন–

'শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আবু বকর আল ফারেসী তার 'আল ইজমা' নামক কিতাবে বলেন, যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে এমন কোনো গালী দেয়, যাতে অপবাদের বিষয় রয়েছে, সে স্পষ্ট কুফুরি করলো। সে তওবা করা সত্বেও তার হত্যার বিধান রহিত হবে না। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি হলো হত্যা, যা তওবা করা সত্বেও রহিত হয় না'

সূত্র:

আল মাজমূ' লিন নাবাবী ১৯/৩২৬

বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্লগাররা
রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের ব্যাপারে যা লিখেছে
তাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামদের বিরুদ্ধে
জঘন্য অপবাদ দেওয়া হয়েছে।
তাই তাদেরকে কোনোক্রমেই ক্ষমা করা যাবে না।
তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

ইমাম খাত্তাবী বলেন:

'যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ বা গালীগালাজ করে তাদের হত্যা করা ওয়াজীব। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।'

সূত্র:

আস সারেমুল মাসলূল ১/৯

মালেকী মাযহাবের বক্তব্য

আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক কিতাবের বক্তব্য:

'কোনো মুসলমান যদি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে কটাক্ষ বা গালী-গালাজ করে তাকে অবশ্যই হত্যা করা হবে তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি কোনো কাফের ঐ একই অপরাধ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে দুটি মতামত রয়েছে। একটি হলো: সে ইসলাম কবুল করলে তাকে ক্ষমা করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি ধরা পড়ার পূর্বেই নিজে সেচ্ছায় ধরা দেয় এবং তওবা করে। আরেকটি হলো: না! তাকেও ক্ষমা করা হবে না বরং হত্যা করা হবে।'

সূত্র:

আত তালকীন ফী ফিকহিল মালেক ২/৫০৭

আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ কিতাবের বক্তব্য:

'যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করবে সে মুসলমান হোক বা জিম্মি (কাফের) হোক তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করা হবে। এ দুটি মতই ইমাম মালেক (র.) থেকে ইবনুল হাকাম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।'

সূত্র:

আল কাফী ফী ফিকহি আহলিল মাদিনাহ।
(অধ্যায়: মুরতাদদের প্রকাশ্য বিধান সংক্রান্ত অধ্যায়ে)

আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী কিতাবের বক্তব্য:

'যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূলকে অথবা অন্যকোনো নবী-রাসূলকে গালী দেয় তাকে ইসলামের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী হত্যা করা হবে। সে যদি তওবা করে তা সত্ত্বেও তার এই শাস্তি রহিত হবে না।'

সূত্র:

আয যাখীরাহ ফী ফিকহিল মালেকী ১১/৩০২

হাম্বলী মাযহাবের বক্তব্য

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইমাম ইবনে কুদামা বলেন:

'যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী দেয় তাকে সর্বাবস্থায় হত্যা করতে হবে।'

সূত্র:

আশ শারহুল কাবীর লি ইবনি কুদামাহ ১০/৬৩৫

আস সারেমুল মাসলূল নামক কিতাবে ইমাম আহমদ এর বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

'ইমাম আহমদ (র.) একাধিক জায়গায় বলেছেন, যে সকল লোক রাসুলুল্লাহ (সা.) কে গালী-গালাজ করে অথবা কটাক্ষ করে তারা মুসলমান হোক বা কাফের হোক তাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। আমি মনে করি তাদেরকে তওবার সুযোগ না দিয়ে হত্যা করা হোক।'

সূত্র:

আস সারেমুল মাসলূল আ'লা শাতিমির রাসূল ১/১০

উসূলুস সুন্নাহ কিতাবের বক্তব্য:

'সঠিক সিদ্ধান্ত হলো এই যে, জিন্দীক মুনাফেক এবং যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে অথবা সাহাবীদের গালী দেয় অথবা আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করে এবং যারা জাদুকর এবং যাদের মুরতাদ হওয়া বারংবার প্রমাণিত এদের সকলের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হলো, কোনো প্রকার তওবা করার সুযোগ দেয়া ছাড়াই তাদের হত্যা করতে হবে। যাতে তাদের অন্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং অন্যেরা এ ধরণের অন্যায় করতে সাহস না পায়।'

সূত্র:

উসলূস সুন্নাহ ১/৪৯২

শায়খ বিন বায ও ইমাম আলবানীর বক্তব্য:

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নাসীরুদ্দীন আলবানী হাকীকাতুল ঈমান নামক কিতাবে বলেন,

'শায়খ বিন বায বলেছেন, মানুষ কখনো মুখে অস্বীকার না করেও বিভিন্ন কারণে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যায়, যার বিস্তারিত বিবরণ আলেমগণ নিজ নিজ কিতাবের 'মুরতাদের বিধান' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো, ইসলামকে নিয়ে অথবা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে নিয়ে কটাক্ষ করা অথবা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর কিতাব অথবা আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তের কোনো বিষয় নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা। কেননা আল্লাহ (সুব.) বলেছেন, বল! তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহ আয়াত ও আল্লাহ রাসূলের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো (তাওবা ৯:৬৫-৬৬)।'

সূত্র:

হাকীকাতুল ঈমান আশ শায়খ আলবানী ১/৩২

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ কিতাবের বক্তব্য:

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ নামক কিতাবে শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.) এর বর্ণিত 'ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ' বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

'যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের কোনো বিষয়কে নিয়ে অথবা সাওয়াবের বিষয় নিয়ে অথবা শাস্তির বিষয় নিয়ে উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল করে সে কাফের হয়ে যায়। দলীল পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন: তোমরা কি আল্লাহর সাথে ও আল্লাহর আয়াত ও আল্লাহর রাসূলের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল ও উপহাস করছো? তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী করেছো।'

সূত্র:

আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ২/২৬৬

কুরআন হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত হলো যারা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করে, কৌতুক করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করে তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

'আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম ঢাল। তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই প্রতিরক্ষা হবে।'

সূত্র:

বুখারী হাঃ ২৭৫৭ ইমামের নেতৃত্বে অধ্যায়;
মুসলিম হাঃ ১৮৩৫;
নাসাই হাঃ ৪১৯৩;
ইবনে আবি শাইবা হাঃ ৩২৫২৯;
আহমাদ হাঃ ৭৪২৮;
ইবনে মাজাহ হাঃ ২৮৫৯।

মুমিনদের করণীয়

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যারা আল্লাহকে অথবা আল্লাহর রাসূল (সা.) কে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে অথবা কটূক্তি ও গালাগালি করে, তাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহর জমিনে তাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার থাকে না। তাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের সকল মাযহাব ও দল-মত নির্বিশেষে সকলেরই ইজমা রয়েছে। কিন্তু এদেশের মুসলিম জাতি তাদের পাওনা শাস্তি না দিয়ে তাদের বিরূদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিং করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন। আর তাতে নাস্তিক-মুরতাদরাই সুবিধা পাচ্ছে। সরকার তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। সাধারণ নাস্তিক-মুরতাদরা তাদের নেতা খুঁজে পাচ্ছে। আর দেশি-বিদেশি প্রভুরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ সাহাবায়ে কিরামগণ এ ধরণের কোনো বক্তৃতা-বিবৃতি ও মিছিল-মিটিংয়ের দিকে না গিয়ে সরাসরি তাদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে যখনই এরকম কোনো বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই একদল লোক মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা-বিবৃতি শুরু করে দেয় এবং তাদেরকে হিরো বানায়। সরকার তাদের নিরাপত্তা দেয়। বিদেশিরা তাদের আশ্রয় দেয়। তসলিমা নাসরিন, সালমান রুশদিরা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। তবে এদের পাওনা চুকিয়ে দেওয়ার পরে অন্যদেরকে সাবধান করার জন্য এ ধরনের কর্মসূচী পালন করা যেতে পারে। কিন্তু তা না করে শুধু মিছিল-মিটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং কেউ যদি এদের যথাযথ পাওনা চুকিয়ে দেয়, তাহলে তাদেরকে জঙ্গিবাদী বলে আখ্যায়িত করা, তাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে শুরু করে দেওয়া, তাদেরকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং তাদের আশ্রয় দেয়া, সাহায্য-সহযোগিতা করা ঈমানী দায়িত্ব।

যুগে যুগে এ ধরনের লোকদের হত্যা করা হয়েছে
এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) এদের হত্যা করতে বলেছেন।

যা বিস্তারিতভাবে দলিল-প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এ লোকগুলো ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় গণতন্ত্রের মুখোশ পরিধান করার কারণে জিহাদকে ভুলে গেছে। এখন তারা জিহাদ বলতে মিছিল-মিটিং ও বক্তৃতা-বিবৃতিকেই বোঝে।

অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো,

জিহাদ কী জিনিষ?

তিনি সরাসরি উত্তর দিলেন-

জিহাদ হলো আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

ইরশাদ হয়েছে: 'আমর ইবনে আবাসা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদ কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যখন তাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়।'

সূত্র:

জামিউল আহাদীস ১০১৪৪,

আহমদ ১৭০২৭

যে রোগের যে ঔষধ

অপারেশনের রোগীকে মলম বা অ্যান্টিবায়েটিক দিলে চলে না। বরং তার একমাত্র চিকিৎসা হলো অপারেশন করা; নতুবা উক্ত ক্যান্সারযুক্ত অংশটি অন্য অংশকেও নষ্ট করে ফেলবে। ঠিক তেমনিভাবে নাস্তিক মুরতাদদের ব্যাপারেও শুধু মিছিল-মিটিং, বক্তৃতা-বিবৃতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত নাস্তিক-মুরতাদ, কবি-সাহিত্যিক ও ব্লগারদের যথাযথ পাওনা মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে চূড়ান্ত শাস্তি। এদের পাওনা শাস্তি চুকিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। মুমিনদের কাজ হলো আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করা। আর কাফেরদের কাজ হলো তাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।' (নিসা ৪:৭৬)

এই ব্লগারচক্র মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের গভীর নিলনকশা বাস্তবায়নের এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। এরা আইম্মাতুল কুফর। এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।' (সুরা তাওবা, ৯:১২)

আজকে যারা পাকিস্তান, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ করতে যেতে আগ্রহী, তাদের উদ্দেশে বলবো, আপনাদের প্রতি এখন আর বিদেশ যেয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।

বরং আপনাদের প্রতি ফরজ হলো, আপনার নিকটবর্তী নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–
'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।' (সুরা তাওবা, ৯:১২৩)

আল্লাহ (সুব.) যেমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন, তেমনিভাবে বর্তমান যুগের ব্লগার মার্কা মুনাফিকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে বলেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:
'হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান।' (তাওবা ৯:৭৩)

আজ যারা এই নাস্তিক-মুরতাদ ও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের দালাল ব্লগারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে তাদের উপরে চরম যুলুম ও নির্যাতন করা হচ্ছে। চতুর্দিকে মজলুমের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। এই মজলুম উম্মাহর পাশে দাড়ানোর জন্য আল্লাহ (সুব.) আহ্বান জানাচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–
'আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।' (সুরা নিসা, ৪:৭৫)

উদাত্ত আহ্বান

তাই আসুন, আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকল প্রকার নাস্তিক-মুরতাদ ব্লগার ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে সীসা ঢালা লৌহ প্রাচীরের ন্যায় কাতার বন্দী হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ি।

আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন–
'নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।' (সুরা সফ, ৬১:৪)

গণতান্ত্রিক উপায়ে যারা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সমাধান করতে চান, তাদের প্রতি আহ্বান

আপনারা যারা এদেশের ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পা চাটা গোলাম নাস্তিক মুরতাদদের খুশি করার জন্য বহু চেষ্টা করছেন। কেউবা নিজেদের দলের নামে পরিবর্তন এনেছেন। শাসনতন্ত্র কেটে শুধু আন্দোলন অথবা আগে ইসলাম পরে বাংলাদেশের পরিবর্তে আগে বাংলাদেশ পরে ইসলাম নিয়ে গেছেন। কেউবা

দলীয় স্লোগান 'আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই' পরিবর্তন করে দিয়েছেন। গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছেন। যারা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাসূলের তরীকায় জিহাদ করছে, তাদের বিরুদ্ধে চরম বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেছেন, কিন্তু তারপরেও তাদের খুশি করতে পারেননি; আর কিয়ামত পর্যন্ত পারবেনও না।

কেননা **আল্লাহ (সুব.) বলেছেন–**

'আর ইয়াহুদি ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।' (সুরা বাকারা, ২:১২০)

তাই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের শিখানো মন্ত্র গণতন্ত্র বর্জন করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। জেনে রাখুন, গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ করতে বলে, অথচ আল্লাহ (সুব.) তা নিষেধ করেছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

'আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে।' (সুরা আনআম, ৬:১১৬)

তাই আব্রাহাম লিঙ্কনের সুন্নাহ বা তরীকা গণতন্ত্র ছেড়ে দিয়ে রাসুলের তরীকা জিহাদের পথে ঝাপিয়ে পড়ুন। হয়তো বলবেন, ওদের হাতে বিপুল বিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে, আমাদের কাছেতো কিছুই নেই। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ (সুব.) নিজেই দিয়েছেন। আল্লাহই আমাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ (সুব.) বলেন–

'যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী।' (সুরা আহযাব, ৩৩:২৫)

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ (সুব.) তা প্রমান করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।' (আনফাল ৮:১৭)

জেনে রাখুন! আমাদের দুশমনদের কাছে বিপুল বিদ্ধংসী মারণাস্ত্র রয়েছে কিন্তু আমাদের ঝাড়ে বাঁশ রয়েছে। আমাদের তা নিয়েই ওদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

‘তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।’ (সুরা তাওবা, ৯:৪১)

এ আয়াতে হালকা বলতে অস্ত্রহীন আর ভারী বলতে অস্ত্রধারীকে বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়ার জন্য আদেশ করেছেন।

এরপরেও যারা বের হবে না, তাদের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে
আল্লাহ (সুব.) বলেন–
‘হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।’ (সুরা তাওবা, ৯:৩৮-৩৯)

তবে সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। বরং জিহাদের নামে খালি হাতে মিছিল-মিটিং করতে গিয়ে পুলিশের গুলি খেয়ে জীবন দেয়া অথবা টিয়ারশেলের গ্যাসের ঝাঁঝালো ধোঁয়া খেয়ে দৌড়ে পালানো কোনো মুমিনের কাজ নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–
‘হে ঈমানদারগন! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরন করবে না।’ (আনফাল ৮:১৫)
এ জন্য প্রস্তুতিসহ মাঠে নামতে হবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:
‘হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও।’ (নিসা ৪:৭১)
এ আয়াতে গেরিলা যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–
‘আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহ র শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না।’(সুরা আনফাল ৮:৬০।)
মুফাচ্ছিরীনে কিরামগণ এ আয়াতের তাফসীরে
রাসূল (সা:) এর এই হাদীসটি উল্লেখ করেন:

'উকবা ইবনে আমের (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে মিম্বারে খুতবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি প্রথমে এই আয়াত পাঠ করলেন, 'তাদের মুকাবিলার জন্য তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জণ কর' এরপর বললেন, জেনে রাখ শক্তি হলো নিক্ষেপ করা। এভাবে তিনবার বললেন।' (সহীহ মুসলিম ৫০৫৫; সুনানে আবু দাউদ ২৫১৬)

জিহাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদের আকাঙ্খা প্রকাশ করা আল্লাহর সাথে একটি উপহাস করার শামিল।

কেননা আল্লাহ (সুব:) বলছেন:

'আর যদি তারা সত্যিই (জিহাদে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত....।' (সুরা তাওবা ৯:৪৬।)

এই আয়াতে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছাড়া শুধু জিহাদ জিহাদ করার প্রতি তিরস্কার করা হয়েছে। জিহাদের প্রস্তুতি এবং জিহাদের সরঞ্জামাদীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা:) বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

জেনে রাখুন,

আল্লাহ (সুব.) মুমিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।
আল্লাহর কাছে বিক্রিত জান-মাল আল্লাহর কাছে হস্তান্তর করে
জান্নাত লাভের একমাত্র পথ হচ্ছে যুদ্ধের ময়দান।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।' (সুরা তাওবা, ৯:১১১)

জেনে রাখুন!

আল্লাহর জান্নাত লাভ করতে হলে
ত্যাগ করেই লাভ করতে হয়।
ভোগ করে নয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন–

'তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা

কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।' (সুরা বাকারা, ২:২১৪)

আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন–
'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্যশীলদেরকে। আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতে, তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে। অতএব তোমরা তো তা দেখেছই এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাকাচ্ছিলে।' (সুরা ইমরান, ৩:১৪২, ১৪৩)

আল্লাহ (সুব.) আরো ইরশাদ করেন:
'তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আলাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সুরা তাওবা, ৩:১৬)

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী।' (সুরা আনকাবুত, ২৯:২-৩)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

'খাব্বাব ইবনে আরাত (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) কাবার ছায়াতলে চাঁদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকাবস্থায় আমরা তাঁর (সা:) কাছে অভিযোগ করলাম। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থণা করবেন না, আমাদের জন্য দোয়া করবেন না। তখন আল্লাহর রাসূল (সা:) বললেন, 'তোমাদের পূর্বের এমনও ঈমানদার ছিলেন তাকে ধরে এনে মাটির গর্ত খোড়া হতো। তারপর তার মধ্যে তাকে ফেলা হতো, এর পর করাত নিয়ে আসা হতো, সেটা তার মাথার উপর রাখা হতো, এরপর তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হতো, লোহার চিরুণী দ্বারা তার শরীরের মাংস হাড্ডি থেকে আলাদা করে ফেলা হতো। এতো অত্যাচারও তাকে দ্বীন থেকে বিন্দু পরিমাণও সরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এমনকি একজন আরোহী সান'আ থেকে হাযরা'মাউত পর্যন্ত নিরাপদে সফর করবে এবং তখন আল্লাহর ভয় ও বকরির উপর বাঘের আক্রমনের ভয় ছাড়া তার আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়া করছো।' (বুখারী ৩৬১২, ৬৯৪৩, ৩৪১৬, আবু দাউদ ২৬৪৯, নাসায়ী কুবরা ৫৮৯৩)
অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে –
'মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম শহীদ যাকে শুধু ইসলামের জন্যই শহীদ করা হয়। তিনি হচ্ছেন আম্মারের মা সুমাইয়্যা (রা:)। আবু জাহেল তার লজ্জাস্থানে বর্শা দিয়ে আঘাত করে

হত্যা করে।' (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৩৫৭৭০; দালাইলূন নাবুওয়্যাত বাইহাকী ৫৮৭; কানযুল উম্মাল ৩৭৬০০।)

পরিশেষে,

আমরা যদি আল্লার রাস্তায় নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদ না করি,
তবে শেষ বিচারের দিন কোন মুখ নিয়ে হাজির হবো আল্লাহ (সুব.)-এর দরবারে!

'আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন,
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
'ইসলাম অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় যাত্রা শুরু করেছে
আবার সেই অপরিচিত আগন্তুকের অবস্থায় ফিরে যাবে।
কতই না সৌভাগ্য সেই গোরাবাদের।' (মুসলিম ৩৮৯)

সম্পাদকের বক্তব্য

মানুষ নিজের চক্রে ঘূর্ণায়মান সর্বদাই; সমাজ, ধর্ম, বিশ্বাস তাকে অমানুষ করে প্রায়শই। ১৪০০ বছর আগে মুহাম্মদের সমালোচনার মানে ছিলো নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড! ইসলামের মূল তথ্যসুত্র অনুসারে, এখনও সেটা বলবৎ আছে; এই ইবুক সিরিজ'টি পড়লে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না।

মনু, মুহাম্মদ, হিটলার-এর সমালোচনার জন্য যদি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তা তাদের কতটুকু মহত্ব প্রকাশ করে? মহামানব হবার শর্ত কি সহনশীল হওয়া নয়? আর সৃষ্টিকর্তা বলে যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি কীভাবে এসব নৃশংস ঘটনার পরেও কাউকে তার বার্তাবাহকের মর্যাদা দিতে পারেন?

যার একজন স্বপ্নবিলাসী কবি, প্রকৃতিপ্রেমী, একেশ্বরবাদী এবং নব্য দার্শনিক মরুদস্যু হিসাবে ইতিহাসের পাতায় পরিচিত হবার কথা ছিলো, তাকে যখন ১৪০০ কোটি বছরের পুরাতন এক অসীম মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তার প্রেমের পাত্র ও একমাত্র বন্ধু এবং মানুষ জাতির জন্য অনুকরণীয় হিসাবে পরিচিত করানোর চেষ্টা করা হয়, তখন সত্যি আমাদের বলার কিছু থাকে না!

তবে কোরআনে যেমন বলা আছে: "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত", তেমনি ভাবে বলা যেতেই পারে: "প্রকৃতি সমাগত, ধর্ম অপসৃত", কারন *মিথ্যার ধরনই হচ্ছে জ্ঞানের আলোয় ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাওয়া।*

আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ!

মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রায়শই একটি চিন্তা মাথায় আসে আমাদের: **জঙ্গি মনস্তত্ত্বের মূল উৎস কোথায়?** সত্যিই কি গোড়ায় গলদ না থাকলে শুধুমাত্র রাজনীতি, তেলসম্পদ, ক্ষমতার মারপ্যাঁচ দিয়ে একজন **যুবককে জঙ্গি তৈরি করা সম্ভব?**

আমরা যারা নাস্তিকতার চর্চা করি, তাদের বক্তব্য মানতে চান না কোনো মডারেট মুসলিম; কিন্তু একই বক্তব্য যদি একজন ইসলামিক বিশেষজ্ঞ দেন; এমন একজন, যিনি ধর্ম শিক্ষায় **শায়খুল হাদীস, মুফতী** টাইটেল পর্যন্ত অর্জন করেছেন; তখন তথাকথিত মডারেট শান্তিপ্রিয় মুসলিমদের ভাষ্য কী হতে পারে?

একজন মানবতাবাদী মানুষ কীভাবে নিতে পারেন ধর্মের অমানবিক বিষয়গুলোকে, তা দেখার ইচ্ছাতেই এই ইবুক সিরিজ'টির জন্ম।

এটিকে **প্রথম খণ্ডের তাফসীর** (ব্যাখ্যা) বলা চলে অনায়াসে!

নরসুন্দর মানুষ

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net